কুষ্টিয়ার মিরপুরে র্যাবের অভিযানে ইয়াবাসহ আটক ৩

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় র্যাব-১২ এর অভিযানে তিন মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে। এ সময় তাদের কাছ থেকে ১৩৫ পিস ইয়াবা ও ১৬ পিস টাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

গতকাল বুধবার (১০ জুন) বিকেলে উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের বলিদাপাড়া এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। রাতে র্যাব-১২ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

র্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বলিদাপাড়া এলাকার নাসিমা খাতুনের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় ওই বাড়ি থেকে ১৩৫ পিস ইয়াবা ও ১৬ পিস টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ তিনজনকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, বলিদাপাড়া গ্রামের সুলতান হোসেনের ছেলে দিপু হোসেন (৩০), বদর উদ্দিন মালিথার ছেলে চাঁদ আলী মালিথা (৪৫) এবং গোপালপুর গ্রামের বাহার আলী মল্লিকের ছেলে শামীম মল্লিক (৩৫)।

তবে অভিযানের সময় বাড়ির মালিক নাসিমা খাতুন কৌশলে পালিয়ে যান বলে জানিয়েছে র্যাব।

র্যাবের দাবি, আটক ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় ও সরবরাহের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় পলাতক নাসিমা খাতুনসহ আটক তিনজনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মিরপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।
র্যাব-১২ জানায়, মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং মাদক নির্মূলে তাদের তৎপরতা আরও জোরদার করা হবে।

দামুড়হুদায় সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে ২ আসামি গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলার দুই এজাহারভুক্ত আসামিকে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। গ্রেফতারের পর রোববার তাদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের তারিনিপুর গ্রামের তোয়াক্কেল আলীর ছেলে হাফিজুল ইসলাম (২৬) এবং মিরাজুল ইসলামের ছেলে মমিনুল হক আকাশ (২৮)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে দায়ের হওয়া সাধারণ ডায়েরি (জিডি) নং-১৮২-এর ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে। মামলার প্রেক্ষিতে গত শনিবার রাতভর বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। অভিযানের একপর্যায়ে গভীর রাতে তারিনিপুর গ্রামে নিজ নিজ বাড়ি থেকে ওই দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ জানায়, গত ৩ জুন দিবাগত রাতে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের একটি মশাল মিছিলকে কেন্দ্র করে দামুড়হুদা মডেল থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে ২৪ জনের নাম উল্লেখসহ আরও ৪০-৫০ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করা হয়। ওই মামলার তদন্ত ও অভিযানের ধারাবাহিকতায় এ দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন বলেন, “মামলার এজাহারভুক্ত দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রোববার তাদের চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। মামলার অন্যান্য আসামিকে গ্রেফতারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।”

পুলিশের চলমান অভিযানে এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে মেহেরপুরে র্যালি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান

ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং মশার প্রজননস্থল ধ্বংসের লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে র্যালি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হয়েছে।

এ উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ সময় ডেঙ্গু প্রতিরোধে জমে থাকা পানি অপসারণ, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে বিভিন্ন বার্তা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়, পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আবু সাঈদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমান আরা, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান, শেখ তৌহিদুল কবির, শাকির আহমেদ, ভুবন চন্দ্র হালদার ও ফারুকুল ইসলাম।

এছাড়া সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়জ উদ্দিন, পৌরসভার বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা জাহিদুর রহমান, তহবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাবেক সভাপতি আব্দুস সামাদসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় পুলিশের অভিযানে ২ নারীসহ গ্রেপ্তার ৫

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুই নারীসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার ভোরে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন দর্শনা পৌরসভার ইসলামবাজার এলাকার মজিবর রহমানের মেয়ে মাসুরা বেগম (৪৬), আনোয়ারপুর এলাকার আবুল কালামের স্ত্রী আমেনা খাতুন (৫০), চাকুলিয়া গ্রামের নুর আলমের ছেলে সাইদুর রহমান (২৭), দোস্ত গ্রামের মৃত এলাম মণ্ডলের ছেলে মিজানুর রহমান (৪১) এবং আকুন্দবাড়িয়া ফার্মপাড়া গ্রামের হাফিজুর রহমানের ছেলে মাহফুজুর রহমান সুইট (৩২)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার রুহুল কবির খানের নির্দেশে দর্শনা থানার ওসি (তদন্ত) হিমেল রানার নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে।

দর্শনা থানার ওসি (তদন্ত) হিমেল রানা জানান, গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। তারা দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন। পরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার বড় নেটওয়ার্কে অভিযান, রাফসান জনিসহ গ্রেপ্তার ৪

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়া ও অবৈধ ই-ট্রানজেকশন চক্রের বিরুদ্ধে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) চলমান অভিযানে রাফসান জনি রিপন (৩২) নামে এক কথিত জুয়ার এজেন্টসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে রাতভর পৃথক অভিযানে তাদের আটক করা হয়। জব্দ করা হয়েছে একাধিক স্মার্টফোন। এসব ফোনে অনলাইন জুয়ার একাধিক অ্যাকাউন্ট, ই-মেইল আইডি ও অবৈধ ডলার লেনদেনের তথ্য পাওয়ার দাবি করেছে পুলিশ।

গ্রেপ্তার হওয়া অন্যরা হলেন ফাহাদ হাসান জুনায়েদ (১৯), বায়েজিদ ডালিম (৩০) ও রকিবুল ইসলাম (৩৫)।

ডিবি সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার (১৫ মে) রাতভর মেহেরপুর সদর ও গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযান পরিচালনা করা হয়। সম্প্রতি অনলাইন জুয়া ও অবৈধ ই-ট্রানজেকশন চক্রের বিরুদ্ধে সক্রিয় অবস্থানে থাকা জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরীর সরাসরি তদারকিতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযানগুলো পরিচালিত হয়।

প্রথমে সদর উপজেলার চাঁদবিল এলাকায় অভিযান চালিয়ে বায়েজিদ ডালিমকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে একটি স্যামসাং গ্যালাক্সি জেড ফোল্ড-৫ মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। ফোনটি প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা করে Binance অ্যাপের মাধ্যমে অবৈধ ডলার কেনাবেচা এবং অনলাইন জুয়ার এজেন্ট হিসেবে কাজ করার তথ্য পাওয়া যায় বলে জানিয়েছে পুলিশ। একই সঙ্গে ফোনে অনলাইন জুয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত চারটি ই-মেইল ঠিকানার তথ্যও পাওয়া গেছে।

পরে বায়েজিদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মুজিবনগর উপজেলার পুরন্দরপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে রকিবুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে একটি ওপো স্মার্টফোন ও একটি ভিভো ওয়াই-০৩টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। ফোন দুটি যাচাই করে অনলাইন জুয়া খেলা এবং Binance এর মাধ্যমে অবৈধ ডলার লেনদেনের তথ্য মিলেছে বলে দাবি ডিবির।

এদিকে ডিবির আরেকটি দল সদর উপজেলার গাড়াডোব এলাকায় অভিযান চালিয়ে রাফসান জনি রিপনকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় তার কাছ থেকে একটি রেডমি নোট ১৪ প্রো মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। ফোনটি প্রাথমিক যাচাই-বাছাই করে ৩৭টি ই-মেইল আইডি এবং ২৯টি অনলাইন জুয়ার অ্যাকাউন্টের তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পরবর্তীতে রাফসান জনির দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আমঝুপি এলাকা থেকে ফাহাদ হাসান জুনায়েদকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে একটি ওপো এ-৩৮ মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। ফোনটি পরীক্ষা করে সাতটি ই-

মেইল আইডিসহ অনলাইন জুয়া-সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ট অ্যাকাউন্টের তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে ডিবি।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তারকৃতরা নিজেদের ও অন্যের নামে নিবন্ধিত সিম ব্যবহার করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইন জুয়া পরিচালনা, জুয়ায় অংশগ্রহণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়াই মোবাইল ব্যাংকিং ও Binance অ্যাপ ব্যবহার করে অবৈধ ই-ট্রানজেকশন করার কথা স্বীকার করেছেন বলে দাবি পুলিশের।

ডিবি পুলিশের ভাষ্য, অনলাইন জুয়ার এই বিস্তৃত নেটওয়ার্ক গ্রামের বেকার যুবক ও সাধারণ মানুষকে দ্রুত লাভের প্রলোভনে ফেলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। অনেকে সর্বস্ব হারিয়ে হতাশা, মাদকাসক্তি ও বিভিন্ন সামাজিক অপরাধে জড়িয়ে পড়ছেন।

এ ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানায় সাইবার সুরক্ষা আইন-২০২৬ এর আওতায় পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মেহেরপুরে নিউ পপুলার বেকারিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা

অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাদ্যসামগ্রী তৈরি ও সংরক্ষণের দায়ে মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে নিউ পপুলার বেকারিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

সোমবার (১১ এপ্রিল) সকাল ১১টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত পরিচালিত এ অভিযানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, ঔষধ ও খাদ্যপণ্য উৎপাদনকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) সজীব পাল এবং জেলা পুলিশের একটি টিম।

অভিযানকালে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাদ্যসামগ্রী তৈরি ও সংরক্ষণের দায়ে নিউ পপুলার বেকারিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটিকে দ্রুত সময়ের মধ্যে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

এ সময় আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে ক্রয়-বিক্রয়ের ভাউচার সংরক্ষণ, মানসম্মত পণ্য ক্রয়-বিক্রয় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য ও ঔষধ বিক্রি থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

দামুড়হুদার ডুগডুগী বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার ডুগডুগী বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে একটি মাংসের দোকান ও একটি ওষুধের দোকানকে জরিমানা করা হয়েছে।

শনিবার বেলা ১০টার দিকে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ অভিযান পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহীন আলম।

অভিযানকালে ডুগডুগী বাজারের হোসেন ড্রাগ হাউসে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ সংরক্ষণ ও বিক্রির অভিযোগে দোকানের মালিক শরিফুল ইসলামকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৫১ ধারায় ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ অপসারণ করা হয়।

এছাড়া একই বাজারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মাংস বিক্রি ও পশু জবাই সংক্রান্ত বিধি লঙ্ঘনের দায়ে মাংস বিক্রেতা মহিদুল ইসলামকে পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১-এর ২৪(১) ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় জব্দকৃত মাংস বিনষ্ট করা হয়।

অভিযানে উপজেলা ভেটেরিনারি সার্জন সহযোগিতা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও বাজার ব্যবস্থাপনা স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ঝিনাইদহে তবুও থামছে না মাদক কারবার

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তঘেঁষা জেলা ঝিনাইদহে মাদক কারবারিরা দিন দিন আরো বেপরোয়া হয়ে উঠছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান অব্যাহত থাকলেও থামছে না ইয়াবা, ফেনসিডিল, গাঁজা ও মাদকদ্রব্যের অবাধ বেচাকেনা।

বিশেষ করে শহর ও গ্রামীণ এলাকায় গড়ে উঠেছে ছোট ছোট মাদক বিক্রির স্পট, যা স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করেছে। তবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তারা বলছেন, মাদকের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিনিয়ত অভিযান পরিচালনা করছি।

জানা গেছে, জেলার কালীগঞ্জ, কোটচাঁদপুর, মহেশপুর ও সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম ও বাজার এলাকায় সক্রিয় রয়েছে মাদক কারবারিদের একটি শক্তিশালী চক্র।

ভারতীয় সীমান্তর্বর্তী উপজেলা মহেশপুরের বিভিন্ন এলাকা দিয়ে মাদক প্রবেশ করে প্রথমে গ্রামাঞ্চলে মজুদ করা হয়, পরে তা খুচরা বিক্রেতাদের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয় শহর ও আশপাশের এলাকায়। অভিযোগ রয়েছে, প্রভাবশালী কতিপয় রাজনৈতিক ব্যক্তি ও প্রশাসনের অসাধু কর্মকর্তাদের ছত্রচ্ছায়ায় এসব কারবার পরিচালিত হচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, হঠাৎ করেই জেলা শহর ছাড়াও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে মাদক কারবারিদের দৌরাত্ম চরমভাবে বেড়ে গেছে। এর মধ্যে জেলা শহরের কালিকাপুর, চাকলাপাড়া, হামদহ, আরাপপুর, পবহাটি, সদর উপজেলার সাধুহাটি, হাটগোপালপুর, খাজুরা। কালীগঞ্জের কাশিপুর, চাচড়া, শিবনগর, আড়পাড়া, ঢাকালে পাড়া, বলিদাপাড়া, সিংঙ্গী, ফয়লা, হেলাই মাস্টারপাড়া, পাইকপাড়া, চাপালী, আনন্দবাগ, খয়েরতলা। শৈলকুপার কবিরপুর, শেখপাড়া, ফুলহরি, কাচেরকোল, ভাটইবাজারসহ আশপাশের গ্রামগুলোতে দুপুর থেকে থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত চলছে মাদক বেচাকেনা। এসব মাদক মহেশপুর সীমান্ত থেকে সড়কপথে বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছে যাচ্ছে।

সূত্র জানায়, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ঝিনাইদহ জেলায় ইয়াবা, গাঁজা ও ফেনসিডিলের সরবরাহ বেড়েছে কয়েক গুণ। আগে যেসব এলাকায় মাদক লেনদেন তুলনামূলক কম ছিল, সেখানেও এখন প্রকাশ্যেই চলছে কেনাবেচা। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর বিভিন্ন এলাকার নির্দিষ্ট কিছু চায়ের দোকান, পরিত্যক্ত ভবন, খেলার মাঠ ও গ্রামের নদীর চরে মাদকসেবী ও বিক্রেতাদের আনাগোনা প্রতিনিয়ত চোখে পড়ছে। এসব জায়গাতে মাদক কেনাবেচা হচ্ছে খোলামেলা পরিবেশে, অনেকে এসব বিষয়ে প্রকাশ্যে কথা বলতে ভয় পায়।

আসন্ন ঈদকে উপলক্ষে প্রশাসনের কতিপয় অসাধু কর্মকর্তাদের সঙ্গে মাদক কারবারিরা যোগসাজশ করে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এ ধরণের কর্মকা- পরিচালনা করে আসছে। স্থানীয় প্রশাসন মাঝেমধ্যে নামমাত্র অভিযান চালিয়ে খুচরা বিক্রেতাদের আটক করলেও বড় বড় কারবারিরা ধরাছোঁয়ার বাইরের থেকে যায়। এমনকি তাঁরা মোটা অংকের টাকার বিনমিয়ে থানা পুলিশকে ম্যানেজ করে।

জেলা সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি আনোয়ারুজ্জামান আজাদ বলেন , ‘আগে গোপনে মাদক বিক্রি হতো, এখন প্রকাশ্যেই চলে। সন্ধ্যার পর নির্দিষ্ট দোকান ও বাড়িতে এখন মাদকের আসর বসছে। স্কুল-কলেজপড়–য়া কিশোর ও তরুণদের একটি অংশ সহজে মাদক পেয়ে আসক্ত হয়ে পড়ছে, যা সামাজিক অবক্ষয়ের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। কেবল অভিযান পরিচালনা করে নয় সামাজিক প্রতিরোধ, পরিবারভিত্তিক সচেতনতা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম জোরদার না করলে ঝিনাইদহে মাদকের বিস্তার ঠেকানো কঠিন হয়ে পড়বে। এ নিয়ে সংশ্লিষ্টদরে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।’

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক শেখ মো. হাশেম আলী বলেন, ‘আমরা মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স অবলম্বন করছি। সম্প্রতি মাদকের বেশ কয়েকটি বড় চালান জব্দ করা হয়েছে। এছাড়াও বেশ কয়েকজন কারবারিকে আটক করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।’

তিনি আরো বলেন, ‘সীমান্ত দিয়ে মাদক প্রবেশ ঠেকাতে বিভিন্ন সংস্থার সমন্বিত অভিযান জোরদার করা হয়েছে। চিহ্নিত স্পটগুলোতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এবং গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।’

দর্শনায় আঁখের রোগ ও পোকা দমন অভিযানের উদ্বোধন

দর্শনা কেরু চিনিকলের আওতায় ২০২৫-২৬ রোপন মৌসুমে আঁখের একর প্রতি ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তঃ প্ররিচর্য়াসহ আঁখের রোগ ও পোকা দমন অভিযানের উদ্বোধন করেন কেরুজ ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান।

শনিবার সকাল ১০টায় মিলগেট (পশ্চিম) সাবজোনের ২৪ নং ইউনিটের অধিনে গোবিন্দপুর মাঠে লিপু শাহের জমি থেকে একর প্রতি ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তঃ প্ররিচর্য়াসহ আঁখের রোগ ও পোকা দমন ক্যাম্পেইন শুরু হয়েছে।

পোকা দমন ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠানে কেরু চিনিকলের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, এখন আঁখের পরিচর্যা ও যত্ন নেওয়ার উপযুক্ত সময় চলছে। আঁখের পোকা দমন ও নিয়মানুযায়ী জমিতের প্রয়োগ করতে হবে এবং কোন পোকার আক্রমন না হয়। সে বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে, তাহলে আঁখের ভাল ফলন করা সম্ভব হবে।

এ ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, কেরুজ মিলের মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) মোহাম্মদ আশরাফুল আলম ভুইয়া, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের ডিজিএম মাহবুবুর রহমান, (পশ্চিম) সাবজোনের ২৪ নং ইউনিটের সাবজোন প্রধান মোস্তাহিদুল ইসলাম, মোঃ ওয়েসকরনী ও জমির মালিক লিপু শাহ ও স্থানীয় কৃষকরা।

মেহেরপুরে শব্দ দূষণবিরোধী অভিযানে ৫ যানবাহনকে জরিমানা

জাতীয় শব্দ সচেতনতা দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলার পাসপোর্ট অফিসের সামনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০২৫ অনুযায়ী এ অভিযান

পরিচালিত হয়।

অভিযানকালে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে নির্ধারিত বিধি অমান্য করার প্রমাণ পাওয়া গেলে ৬(২) বিধি লঙ্ঘনের দায়ে ১৯ বিধি অনুযায়ী ৫টি যানবাহনকে মোট ৪ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।